ঝিনাইদহে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা

ঝিনাইদহ শহরের পবহাটিতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুরাদ হোসেন
(৩৮) নামের এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে।

শনিবার (২৯নভেম্বর) দুপুরে পবহাটি সিটি মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মুরাদ হোসেন পবহাটি মন্ডল পাড়ার মৃত আফজাল হোসেনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, গত ২২ নভেম্বর শনিবার মুরাদ হোসেনের পিতা আফজাল হোসেন মারা যায়। বাবার মৃত্যুর পর কুলখানী না করায় তার চাচাতো ভাই আলম মন্ডল ব্যাঙ্গ করে বলেন ভিক্ষা করে দোয়ার আয়োজন করতে। এ নিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় মুরাদ হোসেন ও আলম মন্ডলের কথাকাটাকাটি ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এরই জের ধরে শনিবার দুপুরে পবহাটি সিটি মোড়ে মুরাদ বসে থাকা অবস্থার তার চাচাতো ভাইয়ের ছেলে সৌরভ তিনটি মোটরসাইকেলে কয়েকজনকে সাথে নিয়ে দেশীয় অস্ত্রসহকারে মুরাদের উপর হামলা করে। সে সময় মুরাদকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর যখম করে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মুরাদকে মৃত ঘোষণা করে। এ ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্বজন ও এলাকাবাসী।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুূল্লাহ আল মামুন বলেন, ঘটনাটি শুনা মাত্রই আমাদের ফোর্স ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। লাশটি সদর হাসপাতাল থেকে হস্তন্তর করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। আসামীকে ধরতে পুুলিশ কাজ করছে। এ ঘটনায় ভিকটিমের পক্ষে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে জমি

সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে পিটিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়ার মিরপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষের হামলায় দাউদ কবিরাজ (৭১) নামে একজন বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন।

আজ বুধবার (১৪ আগস্ট) সকালে মিরপুর উপজেলার তালবাড়ীয়া ইউনিয়নের নওদা শিমুলিয়া গ্রামে হত্যাকাণ্ডের এ ঘটনা ঘটে। নিহত বৃদ্ধ একই গ্রামের মৃত ভিকু কবিরাজের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার সকালে জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষ ওহিদুল কবিরাজের নেতৃত্বে ইলেন কবিরাজ, হাবিদুল কবিরাজসহ ১০/১২ জন দাউদ কবিরাজকে বেধড়ক মারপিট ও হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে। হামলায় দাউদ কবিরাজ গুরুতর আহত হলে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দাউদ কবিরাজকে মৃত ঘোষণা করেন।

পরে নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করে পুলিশ।

এ বিষয়ে মিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোস্তফা হাবিবুল্লাহ হত্যার ঘটনা নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ মামলা করেনি। মামলা করলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অপরদিকে মঙ্গলবার সকালের দিকে কুষ্টিয়া-ভেড়ামারা মহাসড়কে মিরপুর উপজেলার তালবাড়িয়া ইউনিয়নের রানাখড়িয়া বালুঘাটের সম্মুখে থেকে এক অজ্ঞাত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়দের দেওয়া খবরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অজ্ঞাত ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে। নিহতর পরিচয় এখনও শনাক্ত করা যায়নি। তবে তার শরীরে বেশ কয়েক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

তালবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান মন্ডল জানান, কুষ্টিয়া-ভেড়ামারা মহাসড়কে রানাখড়িয়া বালুঘাটের সম্মুখে সম্ভবত সোমবার রাতে কে বা কারা এই যুবককে হত্যা করে মরদেহ ফেলে যায়। এখন পর্যন্ত ব্যক্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি।

মিরপুর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা হাবিবুল্লাহ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, নিহত মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ঝিনাইদহের মহেশপুরে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামে ছাগলে জমির মাসকালাই ক্ষেত তছরূপ করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিটন হোসেন (৩৮) নামে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করেছে তার প্রতিবেশীরা।

গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে মহেশপুর উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত লিটন ওই গ্রামের আজিজুল হোসেনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, প্রায় সময় ওই গ্রামের মজনু মিয়ার জমির মাসকালাই ক্ষেত তছরূপ করে প্রতিবেশী মালেক মিয়ার গরু ছাগলে। এ নিয়ে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি চায়ের দোকানে তাদের বাকবিতন্ডা হয়। রাত সাড়ে ৯ টার দিকে বাড়ী ফেরার পথে মজনুর সাথে মালেকের হাতাহাতি হয়। খবর পেয়ে তার চাচাতো ভাই লিটন এগিয়ে গিয়ে বাঁধা দিলে তাকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে মালেক ও তার লোকজন। সেখান থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় লিটনকে প্রথমে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করে। এ ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে মালেক ও তার পরিবারের লোকজন।

মহেশপুর থানার ওসি খন্দকার শামীম উদ্দিন বলেন, ঘটনাটি শুনেছি। সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। হত্যার সাথে জড়িত যারা তাদের দ্রুত গ্রেফতার করা হবে।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় আ’লীগ নেতাকে পিটিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ইন্তাজ আলী শেখ নামে স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতাকে বাড়ির সামনে থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন ওই আওয়ামী লীগ নেতার ছেলে। রবিবার রাত ১০ টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আওয়ামী লীগ নেতা ইন্তাজ আলী শেখের (৪৮) মৃত্যু হয়।

নিহত ইন্তাজ আলী শেখ ধরমপুর ইউনিয়নের মহিষাডোরা গ্রামের মৃত মোন্তাজ আলী শেখের ছেলে। তিনি ভেড়ামারা উপজেলার ধরমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ধরমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সাহাবুল আলম লালুর অনুসারী ছিলেন। তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও দুই মেয়ের জনক। এছাড়াও তিনি ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

নিহতের পরিবার ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার (২২ অক্টোবর) রাত ১০ টার দিকে আওয়ামী লীগ নেতা ইন্তাজ আলী শেখ তার ছেলে শাকিলকে (২৫) সাথে নিয়ে ব্যবসায়িক কাজ শেষে ধরমপুর ইউনিয়নের মহিষাডোরা গ্রামে তার নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন। এক পর্যায়ে বাড়ির গেটের সামনে পৌঁছালে একদল দুর্বৃত্ত ইন্তাজ ও তার ছেলে শাকিলকে ধরে হাতুড়ি, রড, লাঠিসোঁটা দিয়ে মারপিট করতে করতে রাস্তায় নিয়ে আসে এবং সেখানেও তাদেরকে বেধড়ক মারপিট করে। এক সময় তারা নিস্তেজ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে মৃত ভেবে দুর্বৃত্তরা তাদের সেখানে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

আশঙ্কাকাজনক অবস্থায় পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে প্রথমে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পরবর্তীতে অবস্থার অবণতি হলে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার রাত ১০টার দিকে ইন্তাজ আলী শেখের মৃত্যু হয়।

ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা ইন্তাজ আলী শেখ নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, শনিবার আওয়ামী লীগ নেতা ইন্তাজ আলী শেখ ও তার ছেলেকে মারপিটের ঘটনায়